দেবর্ষি নারদের নলকূবর মণিগ্রীবের প্রতি যে কৃপার উদয় হইয়াছিল, তাহাতে নলকূবর মণিগ্রীবের শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদের প্রতি কোন সেবার সংবাদ পাওয়া যায় না, বরঞ্চ অবজ্ঞার সংবাদই শুনিতে পাওয়া যায়। তাই ১১।২ অধ্যায়ে শ্রীল বসুদেব মহাশয় শ্রীপাদ দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছেন—

ভজন্তি যে যথা দেবান্ দেবা অপি তথৈব তান্।
ছায়েব কর্ম্মসচিবাঃ সাধবো দীনবৎসলাঃ॥

হে শ্রীপাদ! যে জন দেবগণকে যেমনভাবে ভজিবে, কর্ম্মসচিব দেবগণ তাহাদিগকে ছায়ার মত তেমনি ভজিয়া থাকেন। সাধুগণ কিন্তু দীনবৎসল, অর্থাৎ দীনজন দুঃখে দুঃখিত হইয়া থাকেন॥ ১৮৩॥

সৎসঙ্গেরই পরম সংস্কারের হেতুত্ব বলিয়া চিত্তসংস্কারের জন্য মানুষের জন্য কোন হেতু অন্বেষণ করিবার অপেক্ষা নাই। অর্থাৎ চিত্তের নিজ অভীষ্ট ভিন্ন বস্তন্তরের মালিন্যদোষ নিবৃত্তি সৎসঙ্গের দ্বারাই হইয়া থাকে; এজন্য চিত্তশুদ্ধির সাধনরূপে অন্য কিছু করিবার আবশ্যক নাই। বিশেষতঃ সৎসঙ্গে যেমনভাবে অন্য আবেশ নিবৃত্তি হয়, তেমনভাবে অন্য কোন সাধনেই বিষয়ান্তরে চিত্তের নিবৃত্তি হয় না এবং নিজ অভীষ্ট বস্তুতে চিত্তের আবেশ জন্মে না। যেহেতু ১০।৪৮।৩০ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমান অক্রুর মহাশয়কে এইপ্রকারই উপদেশ করিয়াছেন—

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ॥ ৩০॥

হে অক্রুর! জলময় তীর্থ কি তীর্থ নয়?—তীর্থই বটে। মৃন্ময় ও প্রস্তরময় যে সকল দেবতা, তাঁহারা কি দেবতা নয়?—দেবতাই বটে। কিন্তু তাঁহারা নিরপরাধে সেবা করিলে বহুকাল পরে চিত্তশোধন করিয়া থাকেন। ভগবানের ভক্ত মহাপুরুষ—আপনারা কিন্তু দর্শনমাত্রেই পবিত্র করিয়া থাকেন। এই প্রমাণে ভগবদ্ভক্ত সাধুগণ যে দর্শনমাত্রেই চিত্তশোধন করিয়া থাকেন, তাহাই দেখান হইল। এস্থলে সেই জলময় তীর্থ এবং মৃন্ময় ও প্রস্তরময় দেবতাগণকে কেন আদর করা হইবে না, তাহারই উত্তরে বলিলেন—তাঁহারা বহু দীর্ঘকালে পবিত্র করেন বলিয়া চিত্তশোধনের প্রতি গৌণ হেতু; সাধুসঙ্গই সত্বর চিত্ত শোধন করেন বলিয়া মুখ্য হেতু। ১৮৪॥